নাকাইজুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের উদ্যোগে

বিকেন্দ্রীকৃত পঞ্চায়েতীরাজ প্রক্রিয়া ও পদ্ধতির মাধ্যমে খাদ্য সুরক্ষা, পুষ্টি ও জীবন-জীবিকার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে গৃহীত যৌথ কাজকর্ম

অক্টোবর ২০১৪ থেকে অগাস্ট ২০১৮ পর্যন্ত কাজের সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন

সহায়তায়

অ্যাহেড ইনিশিয়েটিভ্‌স্‌ ও তার প্রাতিষ্ঠানিক সদস্য এফ.পি.এস.এ.

নাকাইজুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের উদ্যোগে

বিকেন্দ্রীকৃত পঞ্চায়েতীরাজ প্রক্রিয়া ও পদ্ধতির মাধ্যমে খাদ্য সুরক্ষা, পুষ্টি ও জীবন-জীবিকার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে গৃহীত যৌথ কাজকর্ম

অক্টোবর ২০১৪ থেকে অগাস্ট ২০১৮ পর্যন্ত কাজের সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন

সহায়তায়

অ্যাহেড ইনিশিয়েটিভ্স্ ও তার প্রাতিষ্ঠানিক সদস্য এফ.পি.এস.এ.

বিকেন্দ্রীকৃত পঞ্চায়েতীরাজ প্রক্রিয়া ও পদ্ধতির মাধ্যমে খাদ্য সুরক্ষা, পুষ্টি ও জীবন-জীবিকার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে গৃহীত যৌথ কাজকর্ম

অক্টোবর ২০১৪ থেকে অগাস্ট ২০১৮ পর্যন্ত কাজের সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন

অবস্থানগত বৈশিষ্ট্য

জঙ্গলমহলের জেলা বাঁকুড়া। রুক্ষ লাল মাটি আর গ্রীষ্মকালে কম-বেশি জলকষ্ট এই জেলারও অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। জেলার ওন্দা ব্লকের একটি গ্রাম পঞ্চায়েত এই নাকাইজুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত। যার একদিকে রয়েছে পাঁচমুড়া, পোড়া মাটির কাজের জন্য দেশ-বিদেশে অসীম খ্যাতি এই অঞ্চলের। অন্যদিকে মল্লরাজের ইতিহাস আর তৎকালীন ভগ্ন স্থাপত্য আগলে ও বিখ্যাত বালুচরি শাড়ির অস্তিত্ব রক্ষা করে দাঁড়িয়ে রয়েছে জেলার অতি পরিচিত মহকুমা শহর বিষ্ণুপুর।

একনজরে নাকাইজুড়ি

এই নাকাইজুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতে রয়েছে মোট ৮টি সংসদ। বিভিন্ন গ্রামে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছেন বেশকিছু আদিবাসী, তপশিলী জাতি ও উপজাতি পরিবার। ২০১১ সালের সমীক্ষা অনুযায়ী ৩,৯২৪ বর্গ কিলোমিটার এলাকা ও ১৬টি মৌজা বিশিষ্ট নাকাইজুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতে মোট ১১,৩০০ জন মানুষ বাস করতেন। এরমধ্যে ৫৬৫৪ জন পুরুষ ও ৫৬৪৬ জন মহিলা ছিলেন। মোট পরিবার সংখ্যা ছিল ২,৪৩৪টি, যার মধ্যে ৮৭৯টি তপশিলী জাতি, ৩৭০টি তপশিলী উপজাতি এবং ১১৮৫টি অন্যান্য পরিবার। এই পঞ্চায়েত এলাকায় ১৪টি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ২টি মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়, ৩টি জুনিয়র হাইস্কুল, ৩টি শিশু শিক্ষা কেন্দ্র, ১টি মাধ্যমিক শিক্ষা কেন্দ্র এবং ১৮টি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র রয়েছে। ওই সমীক্ষা অনুযায়ী নাকাইজুড়ির মোট জনসংখ্যার ৩৩৩৭ জন পুরুষ (৫৯.০২%) এবং ২২১৬ (৩৯.২৫%) জন মহিলা স্বাক্ষর।

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

১) প্রাকৃতিক সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে গরিব পরিবারের খাদ্য সুরক্ষা, পুষ্টি ও জীবন-জীবিকার মান উন্নত করা।

২) সারা বছর ধরে নিজেদের পুষ্টির জন্য বাড়ি বা বাড়ির কাছাকাছি অল্প জায়গায় জৈব পদ্ধতিতে ঘরোয়া পুষ্টি বাগান করা ও শাক-সবজির চাষ বাড়ানো।

৩) বিভিন্ন ধরনের ডাল, তৈল ও দানা শস্য চাষে মানুষকে উৎসাহিত করে তোলা।

৪) চাষের কাজে বেশি বেশি করে মরসুমি পতিত বা পতিত জায়গা (অব্যবহৃত জমি, জমির আল, রাস্তার ধার,

পুকুর পাড়, খালের ধার, নদীর ধার) ব্যবহার করা।

৫) দেশি বীজের ব্যবহার ও তা সংরক্ষণের অভ্যাস তৈরি করা, যাতে গরিব পরিবার বা চাষীরা যাতে নিজেদের প্রয়োজনীয় বীজ নিজেরাই রাখতে পারে।

৬) কৃষিভিত্তিক সামাজিক বনসৃজনের লক্ষ্যে নার্সারী তৈরি ও রাস্তার ধার, খালের ধার, সর্ব সাধারণের পড়ে থাকা জায়গা ব্যবহার করে স্থানীয় সম্পদ (ফল, কাঠ, জ্বালানি, পশুখাদ্য, জৈবসার, বনৌষধী) সৃষ্টি করা।

৭) চাষের খরচ কমিয়ে আধুনিক ও জৈব পদ্ধতিতে চাষবাসের প্রসার ঘটাতে আগ্রহী চাষীদের হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ দেওয়া।

৮) পঞ্চায়েতীরাজ প্রক্রিয়া ও পদ্ধতিগুলোকে শক্তিশালী করা তথা বিকেন্দ্রীকরণ ব্যবস্থার মাধ্যমে সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে এগিয়ে যাওয়া।

শুরুর কথা

কেন্দ্রীয় সরকারের গ্রামীণ পরিবারের সমীক্ষা অনুযায়ী দারিদ্রসীমার নীচে বসবাসকারী পরিবার, বিশেষ করে তপশিলী জাতি উপজাতি, ভূমিহীন পরিবার ও প্রান্তিক চাষীর সংখ্যা কাছাকাছি এলাকাগুলোর তুলনায় বেশি। এই সমস্ত সরকারি তথ্য বিশ্লেষণ করে অ্যাহেড ইনিশিয়েটিভ্স্ তার স্থানীয় প্রাতিষ্ঠানিক সদস্য এফ. পি. এস. এ.–র সঙ্গে প্রাথমিক আলোচনার ভিত্তিতে নাকাইজুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের উদ্যোগে খাদ্য সুরক্ষা ও পুষ্টির মানোন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ শুরুর বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। সেইমতো নাকাইজুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান, উপপ্রধান, পঞ্চায়েতের বাকি সদস্য বা সদস্যা, পঞ্চায়েতের গুরুত্বপূর্ণ পদাধিকারী ও রাজনৈতিক দলের নেতাদের সঙ্গে এবিষয়ে দফায় দফায় আলোচনা শুরু হয়। শেষমেশ ঠিক হয়, প্রাথমিকভাবে নাকাইজুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের একটি সংসদে এই যৌথ কাজ শুরু হবে। এরপর শুরু হয় এলাকার চাষবাস সংক্রান্ত ও অন্যান্য তথ্য সংগ্রহের কাজ। বিশেষ করে এই অঞ্চলের খাদ্যাভ্যাস, ফসলচক্র, স্থানীয় সংস্কৃতি, স্বনির্ভর দল এবং সার্বিক উন্নয়নের জন্য গ্রামস্তরের বিভিন্ন কমিটির অস্তিত্ব সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহের কাজ। এরপর ২০১৪ সালের অক্টোবর মাসে নাকাইজুড়ি ২ নম্বর সংসদে একাধিক পাড়া বৈঠকের মাধ্যমে গরিব পরিবারের তালিকা তৈরি করা। পঞ্চায়েত সদস্য অনুমোদিত ওই তালিকা পরে নাকাইজুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতে প্রদান করা হয়।

কাজের সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে ২০১৫-১৬-র রবি মরসুমে অনুরূপ পদ্ধতিতে নাকাইজুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের পতঙ্গপুর সংসদেও শুরু হয় এই খাদ্য সুরক্ষা, পুষ্টি ও জীবন-জীবিকার মানোন্নয়নের কাজ। এরপর বাকি ৬টি সংসদে এই কাজ শুরু করার ব্যাপারে আগ্রহী হয় নাকাইজুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত। সেই মোতাবেক পঞ্চায়েত তাদের সাধারণ সভায় এই মর্মে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং অবশেষে ২০১৬ সালের ১১ জানুয়ারি নাকাইজুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত, অ্যাহেড ইনিশিয়েটিভ্স্ ও এফ. পি. এস. এ.-র মধ্যে এক সমঝোতাপত্র স্বাক্ষরিত হয়। এরফলে গতি আসে পঞ্চায়েতের উদ্যোগে চলা এই যৌথ কাজে। গতি আসে

কাজের পদ্ধতি-প্রক্রিয়াতেও। কাজ পরিচালনার সুবিধার্থে প্রথমেই যৌথভাবে পঞ্চায়েত এলাকার সবকটি সংসদে চিহ্নিত কোনও একটি গরিব পরিবারের একজন বিবাহিতা মহিলাকে শিক্ষানবিশ হিসাবে চয়ন করা হয়। যার মূল উদ্দেশ্যই ছিল, মাঠে যৌথ উদ্যোগের বিভিন্ন কাজকর্মের সফল বাস্তবায়ন। হাতে-কলমে গরিব পরিবারকে বিভিন্ন কাজে সহায়তা প্রদানের জন্য গ্রাম পঞ্চায়েতে তাদের নিয়মিত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। কাজের পরিধি বাড়ায় এবং শিক্ষানবিশদের সহায়তা করতে যৌথভাবে স্থানীয় এক যুবককে গ্রাম পঞ্চায়েত প্রশিক্ষক হিসাবে মনোনয়ন করা হয়। পঞ্চায়েতের তরফে মাঠে যৌথ কাজ পরিদর্শন ও পরিচালনার পাশাপাশি যার মূল ভূমিকা সামগ্রীকভাবে কাজকর্মের বিষয়ে গ্রাম পঞ্চায়েতকে অবহিত করা।

এরপর নতুন ৬টি সংসদেও শুরু পাড়া বৈঠক, তৈরি করা হয় গরিব পরিবারের তালিকা। ওই এলাকাতেও চিহ্নিত পরিবারদের দিয়ে বারোমাসের ঘরোয়া সবজি বাগান, কার্যকরী দলের মাধ্যমে পতিত ও মরসুমি পতিত জমিতে মাঠ ফসল চাষ করানোর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। ইচ্ছুক পরিবারের আবেদনের ভিত্তিতে পঞ্চায়েত কাজের জন্য প্রয়োজনীয় বীজ ও উপকরণ সরবরাহের জন্য অ্যাহেড ইনিশিয়েটিভ্স্-এর কাছে আবেদন জানাতে শুরু করে, যার ভিত্তিতে অ্যাহেডের তরফে নাকাইজুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতকে তারা তা প্রদান করতে থাকে। এই বীজ ও উপকরণ গ্রহণ করার পর পঞ্চায়েত তা তাদের স্টক রেজিস্টারে তুলে নিয়ে পূর্বপরিকল্পনা মাফিক ওইসব সামগ্রী সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েত সদস্যের মাধ্যমে ওই সংসদের আবেদনকারী নির্দিষ্ট গরিব পরিবারের হাতে তা তুলে দিতে থাকে। বর্তমানে এই কাজে গ্রামের কিছু মানুষকে নিয়ে তৈরি সংসদ ওয়ার্কিং কমিটির সাহায্যও নেওয়া হচ্ছে।

আজ এই যৌথ উদ্যোগে জায়গা পেয়েছে আরও নানাবিধ কাজকর্ম। গরিব পরিবারদের যুক্ত করা গেছে কাটিং-গ্রাফটিংয়ের প্রশিক্ষণ, নার্সারী এবং চারাঘর বা শেডনেট তৈরি, কঞ্চিকলম পদ্ধতিতে বাঁশের চারা তৈরি, কেঁচো সার উৎপাদন, অ্যাজোলা চাষ এবং প্রাণীপালনের(ছাগল ও মুরগি) মতো অন্যান্য কাজের সঙ্গেও। আগামীদিনে পঞ্চায়েতের তরফে বৃক্ষপাট্টা কর্মসূচি বাস্তবায়নেরও পরিকল্পনা রয়েছে। ইতিমধ্যেই ফল বাগান ও মাছডোবা তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

দীর্ঘ এই পথ চলতে চলতে কখনও গ্রাম পঞ্চায়েত এককভাবে, কখনও যৌথভাবে ওন্দা ব্লকের মাননীয় বি.ডি.ও., জয়েন্ট বি.ডি.ও., পি.ডি.ও., পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতির সুপরামর্শ লাভ করে আমরা উপকৃত হয়েছি। বিশেষ করে ওন্দার মাননীয় বি.ডি.ও. শ্রী শুভঙ্কর ভট্টাচার্য মহাশয় এই উদ্যোগ বাস্তবায়নের স্বার্থে নানা সময়ে আমাদেরকে সঠিক দিশা দেখিয়েছেন। আমরা বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ পূর্বতন এ.ডি.এম.(ডি) মাননীয়া শ্রীমতী অদিতি দাশগুপ্ত ও ডি.এন.ও. (বাঁকুড়া) মাননীয় শ্রী সুপ্রভাত চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রতি।

বর্তমান বছরে কাজের প্রধান কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বিষয়

- ৯ জন শিক্ষানবিশ ও আংশিক সময়ের জন্য ১ জন গ্রাম পঞ্চায়েত প্রশিক্ষক অ্যাহেড ইনিশিয়েটিভ্স্-এর সহায়তায় নাকাইজুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের তত্ত্বাবধানে কাজ করছেন। অ্যাহেড ইনিশিটিভ্স্-এর সহায়তায় নিয়মিতভাবে শিক্ষানবিশরা স্টাইপেন্ড ও গ্রাম পঞ্চায়েত প্রশিক্ষক তার সাম্মানিক গ্রহণ করছেন।
- আগামীদিনে গ্রাম পঞ্চায়েত প্রশিক্ষক যাতে মাঠের কাজের দায়িত্ব সামলে, শিক্ষানবিশদের নিয়মিত প্রশিক্ষণ দিয়ে উপভোক্তাদের সহায়তার পাশাপাশি পঞ্চায়েত পদাধিকারীদের সাহায্য করতে পারেন, সেভাবেই তাকে গড়ে নেওয়ার চেষ্টা চলছে।
- চলতি বছরে যৌথ কাজের জন্য গ্রাম পঞ্চায়েতের তরফ থেকে মোট ২ কুইন্টাল কেঁচোসার ও ২০১৭-১৮ সালের রবি মরসুমের সবজি বাগানের বীজ বাবদ ১০,৯৬৫.০০/- টাকা দেওয়া হয়েছে।
- বীজ বা অন্যান্য উপকরণ কেনার সময় অ্যাহেড ইনিশিয়েটিভ্স্-এর কর্মীদের সঙ্গে গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রতিনিধিরাও যুক্ত থাকছেন।
- মাসে দু'বার শিক্ষানবিশদের বিভিন্ন কাজের অগ্রগতি পর্যালোচনা ও বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ গ্রাম পঞ্চায়েতের সভাকক্ষেই হচ্ছে। যেখানে প্রধান, উপপ্রধান এবং পঞ্চায়েতের আধিকারিকদের পক্ষ থেকে কোনও একজন উপস্থিত থাকছেন।
- এই পাক্ষিক বৈঠক থেকে কোনও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উঠে এলে তা গ্রাম পঞ্চায়েতের সাধারণ সভায় আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।
- গ্রাম পঞ্চায়েতের নির্মাণ সহায়ক বিভিন্ন সময়ে মাঠের কাজকর্ম পরিদর্শন করে দেখেন।

পঞ্চায়েতীরাজ পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া অনুসরণ করে প্রাকৃতিক সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের লক্ষ্যে বিগত প্রায় ২ বছর ধরে নাকাইজুড়ির ৮টি সংসদের ৫০০টি চিহ্নিত গরিব পরিবারের জন্য নিম্নলিখিত ব্যক্তিগত ও যৌথ উদ্যোগগুলো গ্রহণ করা হয়েছে;-

(১) ঘরোয়া পুষ্টি বাগান

শুরুর সময় অর্থাৎ বিগত প্রায় ২ বছর আগে ২০০টি গরিব পরিবারকে দিয়ে সারা বছর ধরে জৈব পদ্ধতিতে ঘরোয়া পুষ্টি বাগান করানো হয়েছিল, বর্তমান বছরের রবি মরসুমে ৩৫০টি পরিবারকে ঘরোয়া পুষ্টি বাগানের উদ্যোগের সঙ্গে যুক্ত করা সম্ভব হয়েছে। পুষ্টি বাগানের জন্য কমপক্ষে ৭-৮ ধরনের শাক-সবজির বীজ সরবরাহ করে চাষের সঠিক পরামর্শ দেওয়া

হচ্ছে। ফলে পরিবারগুলো সারা বছর ধরে ১-২ দু'ধরনের পরিবর্তে ৩-৪ ধরনের রাসায়নিক সার-বিষহীন সবজি খেতে পারছে।

(২) ডাল শস্য চাষ

বিগত এই সময়কালে ১০৬৭টি পরিবারকে ব্যক্তিগত ও যৌথভাবে বিভিন্ন ধরনের ডাল যেমন অড়হর, বিউলি, খেসারি ও মুসুর চাষে সহায়তা দেওয়া হয়েছে। ব্যক্তিগতভাবে গরিব পরিবার ও ১২৭টি কার্যকরী দল গড়ে মোট ৩৮৬টি পরিবারকে বিভিন্ন মরসুমে ডাল চাষে সহায়তা দেওয়া হয়। বিশেষ করে মুসুর, খেসারি ও বিউলি ডাল চাষ কিছুটা সফলতা মিলেছে। মোট ১০০ বিঘা ১০ কাঠা জমি (যার মধ্যে প্রায় অর্ধেক মরসুমি পতিত ও পতিত জমি) থেকে ৮,৮০০ কেজি ডাল উৎপাদন হয়েছে, যা থেকে ওই পরিবারগুলো গড়ে ২-৩ মাসের জন্য ডালের যোগান পেয়েছে।

(৩) দানা জাতীয় চাষ

এই সময়ে ব্যক্তিগত ও যৌথভাবে ৬টি পরিবারকে দিয়ে ১ বিঘা জমিতে ভূট্টা চাষে সহায়তা দেওয়া হয় এবং এলাকায় যৌথভাবে ১২৩টি পরিবারকে নিয়ে মোট ৪১টি কার্যকরী দল গড়ে ৬৩ বিঘা ১০ কাঠা জমিতে (যার অধিকাংশই মরসুমি পতিত জমি) গম চাষে সহায়তা দেওয়া হয়। একত্রে গম ও ভূট্টার আনুমানিক উৎপাদন ছিল ১০,৬০০ কেজি। যা থেকে পরিবারগুলো গড়ে ২ মাসের খাদ্যের যোগান পেয়েছে।

(৪) তৈল শস্য চাষ

বিগত এই ২ বছরে ব্যক্তিগত ও যৌথভাবে ২২১টি পরিবারকে সরিষা ও তিল মিলিয়ে মোট ৩১৯ বিঘা জমিতে (যার এক তৃতীয়াংশ পতিত জমি) চাষের জন্য বীজ ও কারিগরি সহায়তা দেওয়া হয়েছে। মোট উৎপাদন হয়েছে ১১৭ কুইন্টাল। এর থেকে ওই পরিবারগুলো গড়ে ২ মাসের তেলের যোগান পায়।

(৫) এলাকায় নতুন ধরনের চাষ

(ক) মাদ্রাজী ওল চাষ – এলাকায় মাদ্রাজী ওলের উৎপাদন বাড়াতে গত তিনটি প্রাক খারিফ মরসুমে ৩০টি কার্যকরী দল এবং ৩টি ব্যক্তিগত পরিবারকে (মোট ৯৩টি পরিবারকে) ২ বিঘা জমিতে চাষের জন্য ১৫.৫ কুইন্টাল মাদ্রাজী ওলের বীজ দেওয়া হয়েছিল। যা থেকে ৩০ কুইন্টাল ওল উৎপাদন হয়েছে এবং আনুমানিক ২৫ কুইন্টাল ওল এখনও জমিতে রয়েছে। ইতিমধ্যে উৎপাদিত ওলের কিছুটা বীজ হিসাবে তারা নিজেরাই লাগিয়েছেন এবং বাড়তি ওল বাজারে বিক্রি করেছেন।

(খ) টি.পি.এস.-এর মাধ্যমে আলু চাষ - বিগত দু'বছরে ১টি পরিবারকে দিয়ে ৫ কাঠা জমিতে পরীক্ষামূলকভাবে বীজ (টি.পি.এস.) দিয়ে আলুর চাষ করানো হয়েছিল। ১টি পরিবারের মোট ১০০ কেজি উৎপাদিত আলু টিউবারলেট হিসেবে বীজ রাখা হয়েছিল। কিন্তু যথাযথ সংরক্ষণের অভাবে পরে তা নষ্ট হয়ে যায়।

(গ) শাকালু – বিগত দু'বছরে ৩টি গরিব পরিবারকে নিয়ে একটি কার্যকরী দল তৈরি করে মোট ১০ কাঠা জমিতে শাকালু চাষের জন্য সহায়তা দেওয়া হয়। শুরুতে কিছুটা আশঙ্কা থাকলেও ওই জমি থেকে চাষের পর আনুমানিক ৩ কুইন্টাল শাকালু পাওয়া যায়।

(ঘ) বাদাম – ২১টি পরিবারকে দিয়ে মোট ৭টি কার্যকরী দল তৈরি করে বিগত দু'বছরে মোট সাড়ে চার বিঘা জমিতে বাদাম চাষ করানো হয়। চাষের পর আনুমানিক ৩ কুইন্টাল বাদাম উৎপন্ন হয়।

(৬) কঞ্চিকলম

এই সময়ে পরীক্ষামূলকভাবে কঞ্চিকলম পদ্ধতিতে নাকাইজুড়ির ৪টি সংসদে ৪ জন শিক্ষানবিশদের মাধ্যমে ৫০টি করে মোট ২০০টি বাঁশের চারা তৈরি করে গরিব পরিবারদের দেওয়া হয়েছিল। চলতি বছরে গরিব পরিবারদের দিয়ে এইভাবে বাঁশের চারা তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ৮টি সংসদের মোট ২৫টি পরিবার কঞ্চিকলম পদ্ধতিতে ১০০০টি বাঁশের চারা উৎপাদনের কাজে যুক্ত হয়েছে।

(৭) পশুপাখি পালন

নাকাইজুড়ির ৮টি সংসদের ৪০টি পরিবারকে ২০০টি আর.আই.আর. প্রজাতির মুরগির বাচ্চা ও ২৭টি পরিবারকে ২৭টি ছাগল দেওয়া হয়েছিল। পরিবারগুলো যত্নের সঙ্গে ওই মুরগি ও ছাগল প্রতিপালন করছে। মুরগিগুলো নিয়মিত ডিম পাড়ছে, বাচ্চা দিতে শুরু করেছে ছাগলগুলোও। মুরগির কিছু ডিম গরিব পরিবারগুলোর পুষ্টি বৃদ্ধিতেও সহায়তা করছে। বাকি ডিম থেকে বাচ্চা ফোটানো হচ্ছে, যার অধিকাংশই হচ্ছে দেশি মুরগি থেকে বাকিটা আর.আই.আর. প্রজাতির।

(৮) পশুপাখির টীকাকরণ

যৌথ উদ্যোগের ফলে প্রাণীসম্পদ বিকাশ দফতরের সঙ্গে যোগাযোগ করে সম্প্রতি পশু টীকাকরণ ও চিকিৎসা শিবিরের আয়োজন করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

(৯) পশুখাদ্য অ্যাজোলা চাষ

নাকাইজুড়ির ৮টি সংসদের ৯ জন শিক্ষানবিশ নিজেদের বাড়িতে হাতে-কলমে অ্যাজোলা চাষ করেছেন। উৎপাদিত ওই অ্যাজোলা তারা তাদের গৃহপালিত পশুপাখিদের খাওয়াচ্ছেন। সহজভাবে বাড়িতে উন্নত এই পশুখাদ্য উৎপাদনের সফলতা দেখে শিক্ষানবিশদের পরামর্শে আগ্রহী আরও ৭টি পরিবার নিজেদের খরচে অ্যাজোলা চাষ শুরু করেছে।

(১০) কেঁচো সার তৈরি

চলতি বছরে ৮ জন শিক্ষানবিশ এবং একজন আগ্রহী চাষীকে গ্রাম পঞ্চায়েতের মাধ্যমে কেঁচোসার তৈরির জন্য প্লাস্টিক বেড ও কেঁচো সরবরাহ করে হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। অধিকাংশ উৎপাদিত সার তারা তাদের জমিতে ব্যবহার করেছে।

(১১) বীজ সংগ্রহ ও সংরক্ষণ

গ্রাম পঞ্চায়েতের মাধ্যমে যে বীজগুলো সরবরাহ করা হচ্ছে, সেগুলোর মধ্যে যে ফসলগুলোর বীজ রাখা সম্ভব (বিশেষ করে মাঠ ফসল) সেগুলো পরবর্তী মরসুমে তারা নিজেদের ব্যবহারের জন্য সংরক্ষণ করছেন এবং প্রাপ্ত বীজ সম্পূর্ণটাই গ্রাম পঞ্চায়েতকে ফেরত দিচ্ছেন। নিয়মিত পরামর্শ ও সহায়তা প্রদানের জন্য ফেরত বীজের অর্ধেক পাচ্ছেন শিক্ষানবিশ এবং বাকি অর্ধেক পরবর্তী মরসুমে অন্যান্য গরিব পরিবারগুলোকে একই নিয়মে সরবরাহ করার জন্য শিক্ষানবিশদের কাছে সংরক্ষিত থাকছে। পুষ্টি বাগানের ক্ষেত্রে এই বীজ ফেরত দেওয়ার হার খুব কম। তবে বীজ ফেরতের হার কম হলেও, যেসব সবজির বীজ রাখা সম্ভব তা তারা নিজেদের জন্য সংরক্ষণ করছেন। ফলে পঞ্চায়েতের বীজ কেনার জন্য খরচ কমছে। সবমিলিয়ে সংসদস্তরে গড়ে উঠছে বীজ ভাণ্ডার।

(১২) প্রশিক্ষণ

৯ জন শিক্ষানবিশকে গ্রাম পঞ্চায়েতে মাসে দু'বার বিষয়ভিত্তিক এবং নিয়মিতভাবে মাঠে হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এছাড়া মাঝেমধ্যেই সংসদস্তরে চাষীদের জৈব পদ্ধতিতে চাষের সুফল এবং জমিতে রাসায়নিক ও বিষ ব্যবহারের কুফল সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা হয়। ফেব্রুয়ারি ২০১৬ থেকে অগাষ্ট ২০১৮ পর্যন্ত গ্রাম পঞ্চায়েতে শিক্ষানবিশদের জন্য মোট ৬২ বার প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

(১৩) পাড়া বৈঠক

মরসুমভিত্তিক বিভিন্ন কাজের পরিকল্পনা, পুষ্টি ও স্বাস্থ্য, প্রাণীপালন, গৃহীত কাজের অগ্রগতি পর্যালোচনা, বৃক্ষরোপণ, বীজ সংগ্রহ ও সংরক্ষণ, পশুখাদ্য অ্যাজোলা ও কেঁচোসার তৈরির প্রয়োজনীয়তা, এলাকার সার্বিক উন্নয়নের জন্য পরিকল্পনা তৈরি ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে পাড়ায় পাড়ায় নিয়মিত আলোচনা করা হয়। আলোচনায় শিক্ষানবিশ ছাড়াও মাঝেমধ্যে সংশ্লিষ্ট সংসদের সদস্য বা সদস্যা এবং গ্রাম পঞ্চায়েতের কর্মীবৃন্দ ও এলাকার বিশিষ্ট মানুষজন উপস্থিত থাকেন। বর্তমানে সপ্তাহে গড়ে ৩-৪ টি করে পাড়া বৈঠক হচ্ছে। এই যৌথ কাজের সুবিধার্থে এপর্যন্ত মোট ৩৮১টি পাড়া বৈঠক করা সম্ভব হয়েছে।

(১৪) ফলের নার্সারী ও ফলের চারা বিতরণ

৯ জন শিক্ষানবিশ ৩০০টি গরিব পরিবারকে দিয়ে চলতি বছরে ৭ রকম ফলের (পেঁপে, কলা, পেয়ারা, বেদানা, আমলকি, আম এবং আতা) প্রায় ৮০০০ চারা উৎপন্ন করিয়েছেন। পাশাপাশি এইসব ফলের নার্সারীতেই প্রায় ৫০০টি নজনের চারা তৈরি করা হয়। বিভিন্ন চারা গ্রাম পঞ্চায়েতের মাধ্যেমে ৩০০ দরিদ্র পরিবারের বন্টন করা হয়। শিক্ষানবিশরা বিভিন্ন রকম ফলের চারা তৈরি করে এপর্যন্ত আনুমানিক ২০,০০০/- টাকা আয় করেছেন।

(১৫) সবজির নার্সারী

চলতি বছরে ৮টি সংসদের ৯ জন শিক্ষানবিশকে লঙ্কা, বেগুন ও টমেটোর চারা তৈরি করার জন্য প্রশিক্ষণ ও উপকরণ সহায়তা করা হয়। সব মিলিয়ে আনুমানিক ৯,০০০টি চারা তৈরি হয়েছে। যা গ্রাম পঞ্চায়েত কিনে নিয়ে ৩০০টি পরিবারে পুষ্টি বাগানে রোপণের জন্য বন্টন করে।

(১৬) শেড নেট

বিগত বছরে পরীক্ষামূলকভাবে নাকাইজুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের মৌদি ২ নম্বর সংসদের পাথরকাটা গ্রামে শিক্ষানবিশকে দিয়ে একটি শেড নেট তৈরি করানো হয়। যেখানে নিয়মিতভাবে লঙ্কা, বেগুন ও টমেটোর চারা উৎপাদন করে তা ঘরোয়া পুষ্টি বাগানের জন্য গরিব পরিবারের মধ্যে বন্টন করা হয়। এছাড়া ওই শেড নেটে কিছু ফল ও কাঠের গাছের চারাও তৈরি করা হয়। যা থেকে শিক্ষানবিশের ভালই আয় হয়।

(১৭) কাটিং গ্রাফটিং

৮টি সংসদের ৯ জন শিক্ষানবিশকে লেবু, পেয়ারা, কুল ইত্যাদি গাছের কাটিং করে চারা তৈরির জন্য হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। গত দু'বছরে ২০০টির মতো কাটিংয়ের চারা তৈরি করে শিক্ষানবিশরা কিছুটা নিজেদের জমিতে লাগিয়েছেন আর কিছুটা বিক্রিও করেছেন। এই বছরে নাকাইজুড়ি অঞ্চলের ৫০টি কুল গাছে কলম বাঁধা হয়েছে। ৫০টি টক কুল গাছে মিষ্টি কুলের চোখ বসিয়ে সফলভাবে কলম বাঁধা হয়। এখনও পর্যন্ত ৩০টি গাছ থেকে মিষ্টি কুলের কল বের হয়েছে।

(১৮) বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি

গত বছরে নাকাইজুড়ির ৫ নম্বর সংসদ এলাকায় রাস্তার ধারে ১০০টি করে মোট ১০০০টি এক বছর ও তার বেশি বয়সের গাছের চারা রোপণ করা হয়েছিল। পরবর্তী সময়ে অধিকাংশ চারা নষ্ট হয়ে যায়। বর্তমানে যার মধ্যে মাত্র ১০০টি গাছ বেঁচে রয়েছে।

(১৯) নার্সারী করে বৃক্ষরোপণ ও রক্ষাণাবেক্ষণ কর্মসূচি

চলতি বছরে ৮টি সংসদে গ্রাম পঞ্চায়েত পাইলট স্কিম হিসেবে এম.জি.এন.আর.ই.জি.এস-এর অধীনে ৯৮টি পরিবারকে দিয়ে নার্সারীতে ১১,৭৬০টি চারা তৈরি করে তা নাকাইজুড়ির বিভিন্ন রাস্তার ধার ও সরকারি জমিতে রোপণ ও রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচি গ্রহণের উদ্যোগ নিয়েছে। নার্সারীতে এই মুহূর্তে ৩-৪ ধরনের অধিকাংশ চারা খুব ভাল অবস্থায় রয়েছে। আগামীদিনে এইসব চারাসহ উল্লিখিত পরিবারগুলোকে যাতে বৃক্ষপাট্টা কর্মসূচিতে অন্তর্ভূক্ত করা যায় সে বিষয়ে গ্রাম পঞ্চায়েত উদ্যোগী হবে।

(২০) এল.সি.ডি. প্রদর্শন

পুষ্টি, স্বাস্থ্য, জীবন-জীবিকার উন্নয়ন সংক্রান্ত বিভিন্ন শিক্ষামূলক বিষয়গুলো সহজভাবে সাধারণ মানুষের কাছে তুলে ধরার জন্য বিকেল বা সন্ধ্যায় কখনও পাড়া বৈঠকে কখনও পাড়া বৈঠক ছাড়াই মাঝেমধ্যে এল.সি.ডি. প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা হয়। যেখানে কমপক্ষে ২০ থেকে ৪০-৫০ জন গ্রামবাসী উপস্থিত থাকেন। গত দু'বছরে এপর্যন্ত মোট ২২৩টি এধরনের এল.সি.ডি. প্রদর্শনের আয়োজন করা সম্ভব হয়েছে। আর এর মাধ্যমে এলাকার মানুষ আজ অনেকটাই সচেতন হয়েছেন, বেড়েছে জনসংযোগও।

(২১) শিশুদের পুষ্টির মান চিহ্নিতকরণ

বিশেষ উদ্যোগ হিসাবে বডি মাস ইনডেক্স (BMI) পদ্ধতিতে বিগত দু'বছরে এলাকার ৪টি প্রাথমিক ও ১টি জুনিয়র হাইস্কুলে শিশুদের পুষ্টির মান চিহ্নিতকরণ করা হয়। চরম অপুষ্ট (লাল) ও মাঝারি মানের অপুষ্ট (হলুদ) চিহ্নিত শিশুদের মায়েদের জন্য বিশেষ সভা ডেকে শিশুদের প্রতি বিশেষ যত্ন, চরম অপুষ্ট (লাল) শিশুদের জন্য যত শীঘ্র সম্ভব সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা ও ঘরোয়া পদ্ধতিতে কম খরচে পুষ্টিকর খাবার খাওয়ানোর পরামর্শ দেওয়া হয়। এছাড়া ওই পরিবারগুলোতে পুষ্টিবাগান করার জন্য বীজ ও কারিগরি সহায়তাও দেওয়া হয়।

(২২) শিক্ষামূলক পরিদর্শন

শিক্ষামূলক পরিদর্শনের মাধ্যমে নতুন ফসল চাষ, নতুন পদ্ধতিতে চাষ, অ্যাজোলা চাষ ও তার ব্যবহার, কেঁচোসার তৈরি ও তার ব্যবহার, নার্সারী ও অন্যান্য দৃষ্টান্তমূলক কাজগুলো শিক্ষানবিশ, আগ্রহী চাষী, গরিব পরিবার এবং পঞ্চায়েত সদস্য বা সদস্যাদের দেখিয়ে তাদেরকে উজ্জীবিত করার প্রয়াস করা হয়েছে। এপর্যন্ত মোট ৩-৪টি এই ধরনের শিক্ষামূলক পরিদর্শনের ব্যবস্থা করা গেছে।

(২৩) টুনকায় মিশ্র ফলের বাগান

নাকাইজুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের মৌদি ২ নম্বর সংসদের চক টুনকা মৌজায় প্রায় ১৫০ বিঘা পতিত জমিতে এই বাগান গড়ে উঠেছে। ২০১৬-১৭ আর্থিকবর্ষে ৮৫ জন তপশিলী উপজাতি উপভোক্তাকে নিয়ে ওন্দা ব্লকের উদ্যোগে ১০০ দিনের কাজের আওতায় পঞ্চায়েতের মাধ্যমে শুরু হয় বাগান তৈরির কাজ। প্রাথমিকভাবে জমি তৈরি এবং স্থায়ীভাবে আধুনিক সেচ ব্যবস্থা গড়ে তোলার পর ৩৭০০টি আম ও ১০০০টি ডালিম চারা এবং মোট ১৫০০টি মোসাম্বী ও কমলালেবুর চারা বাগানে রোপণ করা হয়। পরে ১০০০টি কুল ও ১০০০টি পেয়ারা চারা লাগানো হয়। পরবর্তী সময়ে বাগানে ৩০০০টি গোলাপের চারা রোপণ করা হয়েছে, লাগানো হয়েছে বেশ কিছু নারকেল গাছও। মিশ্রচাষের কথা মাথায় রেখে বাগানে ফল গাছের দুই সারির মাঝে জায়গা পেয়েছে হলুদ ও বিভিন্ন সবজি। এই মিশ্র ফল বাগানের সঙ্গে নাকাইজুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত ও অ্যাহেড ইনিশিয়েটিভ্স্-এর যৌথ উদ্যোগের ১৮ জন উপভোক্তাও যুক্ত রয়েছেন। যাদের দিয়ে বাগানে ৩০ কেজি অড়হর ও ১ কুইন্টাল মাদ্রাজী ওলের বীজ বপন করা হয়েছে। এছাড়া কিছু আমের চারা নষ্ট হয়ে যাওয়ার কারণে গ্রাম পঞ্চায়েতের উদ্যোগে বাগানে আটির চারা তৈরির জন্য উপভোক্তাদের মধ্যে ২৬ কেজি আম বিতরণ করা হয়। মিশ্র ফলের বাগানে কয়েক কাঠা জমির উপর ইতিমধ্যে একটি পুকুরও খনন করা হয়েছে। যেখানে ছাড়া হয়েছে বিভিন্ন মাছের চারা। সমগ্র এই প্রকল্পটির জন্য মোট৪২, ৭০৭৩৭

টাকা আনুমানিক খরচ ধরা হয়েছে।

(২৪) বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের এলাকা পরিদর্শন

নাকাইজুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে প্রধান শ্রীমতি সুমিত্রা রায়, উপপ্রধান শ্রী বাসুদেব প্রামাণিক, সচিব শ্রী প্রবীর দে এবং নির্মাণ সহায়ক শ্রী তপন টুডু একাধিকবার মাঠে যৌথ উদ্যোগের বিভিন্ন কাজকর্ম ঘুরে দেখেন। নাকাইজুড়িতে অন্যান্য সরকারি কাজ পরিদর্শন করতে এসে ওন্দার মাননীয় বি.ডি.ও. শ্রী শুভঙ্কর ভট্টাচার্য ও জয়েন্ট বি.ডি.ও. শ্রী শিশুতোষ প্রামাণিক খাদ্য সুরক্ষা, পুষ্টি ও জীবন-জীবিকার মানোন্নয়নের কাজকর্ম প্রত্যক্ষ করেন। কাজ শুরুর প্রথম দিকে বিষ্ণুপুরের মাননীয়া বি.ডি.ও. শ্রীমতি জয়তী চক্রবর্তী নাকাইজুড়িতে এসে মাঠ পরিদর্শন করেন। এছাড়া ওন্দা পঞ্চায়েতে সমিতির মাননীয় সভাপতি শ্রী শ্যামল মুখার্জি এবং পঞ্চায়েত সমিতির দুই সদস্যা শ্রীমতি পানমণি হেমব্রম ও শ্রীমতি শর্মিলা হেমব্রম বিভিন্ন সময়ে যৌথ কাজের বিষয়ে খোঁজখবর নিয়ে আমাদেরকে উজ্জীবিত করেছেন।

এলাকায় যৌথ কাজের প্রভাব

ক) গরিব পরিবারগুলোতে পুষ্টি সম্পর্কে সচেতনতা অনেকটাই বৃদ্ধি করা গেছে। বেড়েছে ডাল এবং ঘরোয়া সবজি বাগানে উৎপাদিত শাক-সবজি খাওয়ার প্রবণতা।

খ) পরিবারগুলোতে শাক-সবজি ও ডালের যোগান বাড়ায় কিছুটা হলেও বেড়েছে পুষ্টির মান।

গ) খাদ্যশস্যের চাষ কিছুটা বাড়ায় পরিবারগুলোতে কমপক্ষে ২-৩ মাসের খাদ্যের যোগান নিশ্চিত করা সম্ভব হওয়ায় খাদ্য সুরক্ষা বেড়েছে।

ঘ) মুরগি পালনে গরিব পরিবারগুলোতে ডিমের যোগান কিছুটা বেড়েছে।

ঙ) সবজি ও বিভিন্ন মাঠ ফসল চাষে মানুষের উৎসাহ বাড়ার কারণে এবং মুরগি, ছাগল ইত্যাদি পালন করার ফলে গরিব পরিবারগুলোর জীবন-জীবিকার মান কিছুটা হলেও বেড়েছে।

চ) অব্যবহৃত জমি ব্যবহারের প্রবণতা বাড়ার কারণে বেড়েছে প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহার।

ছ) জৈব পদ্ধতিতে চাষ সম্পর্কে সচেতনতা বাড়ায়, ধীরে ধীরে রাসায়নিক সার ও বিষের ব্যবহার কমছে ও বিশেষ করে কেঁচোসার তৈরি ও তা ব্যবহারের প্রবণতা কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে।

জ) পশুপাখির খাদ্য অ্যাজোলা সম্পর্কে সচেতনতা বাড়ায় অ্যাজোলা চাষ ও তার ব্যবহার উত্তরোত্তর বাড়ছে।

ঝ) গরিব পরিবার ও চাষীদের মধ্যে নিজেদের জন্য বীজ সংরক্ষণ করে রাখা এবং পঞ্চায়েত থেকে প্রাপ্ত বীজ ফেরত দেওয়ার প্রবণতা বেড়েছে।

ঞ) নার্সারীতে চারা তৈরি ও গাছের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সচেতনতা বাড়ায় গাছ লাগানোর প্রবণতা এবং রাস্তার ধার, খালের ধার, সর্বসাধারণের পড়ে থাকা জায়গার ব্যবহার বেড়েছে।

ট) গরিব পরিবারগুলোর কাছে শিক্ষানবিশদের গ্রহণযোগ্যতা বেড়েছে, ফলে সংসদস্তরে শিক্ষানবিশদের প্রয়োজনীয়তাও বেড়েছে।

ঠ) গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য বা সদস্যা, গ্রাম পঞ্চায়েত কর্মচারীবৃন্দ, বিভিন্ন দলের নেতৃবৃন্দ ও বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের সহযোগিতায় সংসদস্তরে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজে সাধারণ মানুষের উপস্থিতি ও অংশগ্রহণ বেড়েছে, ফলে পঞ্চায়েতীরাজ প্রক্রিয়া ও পদ্ধতিগুলো আরও শক্তিশালী হয়েছে।

উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত

ক) গ্রাম পঞ্চায়েত যৌথ উদ্যোগের মূল দায়িত্ব ও মালিকানা নিয়ে বিভিন্ন কাজ করতে শুরু করেছে।

খ) যৌথ উদ্যোগের কাজগুলোকে গ্রাম পঞ্চায়েত নিজেদের করণীয় গুরুত্বপূর্ণ কাজ হিসেবে ভাবতে শুরু করেছে এবং বেশকিছু কাজ আগামী ২০১৮-১৯ আর্থিকবর্ষের কর্মপরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

গ) গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে প্রাপ্ত বীজ ও অন্যান্য উপকরণ পরিবারগুলো যথাযথভাবে ব্যবহার করছে, নিজেদের জন্য প্রয়োজনীয় বীজ সংরক্ষণ করছে এবং ফসল উৎপাদন করার পরে প্রাপ্ত বীজ বা বীজের মূল্য ফেরত দিচ্ছে।

ঘ) সংসদস্তরে শিক্ষানবিশের ভাবনা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তাদের প্রয়োজনীয়তা ও গ্রহণযোগ্যতা বেড়েছে এবং সর্বোপরি তারা সকলের সহযোগিতা, ভালবাসা, সম্মান ও সামাজিক স্বীকৃতি পাচ্ছেন।

ঙ) গরিব পরিবারগুলো কাজভিত্তিক ৩-৫ জনের কার্যকরী দল গড়ে যৌথভাবে বিভিন্ন ধরনের কাজ করছেন। ফলে ভূমিহীন পরিবারগুলো ভাগচাষ পদ্ধতিতে বা লিজ নিয়ে মরসুমি পতিত, পতিত জমির ব্যবহার বাড়িয়েছে, ফলে জমির মালিকদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে ভূমিহীন পরিবারদের কাছে বাড়তি আয়ের সুযোগ তৈরি হয়েছে এবং নিজেদের জন্য কিছুটা খাদ্য ও পুষ্টির যোগান বাড়িয়েছে।

চ) গ্রাম পঞ্চায়েত ও সংশ্লিষ্ট জনপ্রতিনিধিদের সঙ্গে গ্রামবাসীদের আরও নিবিড় যোগাযোগ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে শিক্ষানবিশ সেতু স্থাপন করেছে। একইসঙ্গে শিক্ষানবিশদের শেখা ও শেখানোর প্রতি আগ্রহ, জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টান্তমূলকভাবে সামাজিক মর্যাদা ও সম্মান বেড়েছে এবং বাড়ছে।

গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য ও সদস্যাবৃন্দ

১) সুমিত্রা রায় (প্রধান), ৭ নং সংসদ (পতঙ্গপুর) থেকে (সঞ্চালক - অর্থ ও পরিকল্পনা উপসমিতি)

২) বাসুদেব প্রামাণিক (উপপ্রধান), ৫ নং সংসদ (নাকাইজুড়ি-২) থেকে

৩) পিউ কুণ্ডু, ১ নং সংসদ (মৌদি-১) থেকে (সঞ্চালক - নারী, শিশু উন্নয়ন ও সমাজ কল্যাণ উপসমিতি)

৪) পরমা লায়েক, ২ নং সংসদ (মৌদি-২) থেকে

৫) সুভাষ চন্দ্র গোস্বামী, ৩ নং সংসদ (গোড়াশোল) থেকে (সঞ্চালক - শিল্প ও পরিকাঠামো উপসমিতি)

৬) বাউল বাউরি, ৮ নং সংসদ (চাঁদাবিলা) থেকে

৭) পানমণি সোরেন, ৬ নং সংসদ (সারেশ) থেকে

৮) পদ্মা রায়, ৪ নং সংসদ (নাকাইজুড়ি-১) থেকে

গ্রাম পঞ্চায়েতের বাকি সঞ্চালক

১) পানমণি হেমব্রম (সঞ্চালক - কৃষি ও প্রাণীসম্পদ বিকাশ উপসমিতি)

২) শর্মিলা হেমব্রম (সঞ্চালক - শিক্ষা ও জনস্বাস্থ্য উপসমিতি)

পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য ও সদস্যাবৃন্দ

১) পানমণি হেমব্রম

২) শর্মিলা হেমব্রম

গ্রাম পঞ্চায়েতের কর্মচারীবৃন্দ

১) প্রবীর দে (সচিব)

২) সোমনাথ কুণ্ডু (নির্বাহী সহায়ক)

৩) তপন টুডু (নির্মাণ সহায়ক)

৪) সঞ্জীব কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (সহায়ক)

৫) চন্দন ব্যানার্জী (গ্রাম পঞ্চায়েত কর্মী)

৬) জয়দেব ধূল্যা (কর আদায়কারী)

৭) বুদ্ধদেব বারিক (গ্রাম রোজগার সেবক)

৮) অনুপ কুমার খাঁ (জীবিকা সেবক)

৯) পীযূষ কান্তি কারক (ভি এল ই – ভিলেজ লেভেল এন্টারপ্রেনিউর)

১০) অসীম গোস্বামী (প্রেরক)

১১) দীলিপ কুমার রায় রায় (প্রেরক)

১২) সদানন্দ দে (প্রশিক্ষক - খাদ্য, পুষ্টি ও জীবন-জীবিকার মানোন্নয়নের যৌথ কাজের জন্য)

বর্তমানে গ্রাম পঞ্চায়েতে এস টি পি বা স্কিলড্ টেকনিক্যাল পারসন পদে কোনও কর্মী নেই

সংসদ স্তরে গ্রাম পঞ্চায়েতের শিক্ষানবিশরা

১) মিঠু খাঁ, ১ নং সংসদ (মৌদি-১) থেকে

২) স্বর্ণলতা মুর্মু, ২ নং সংসদ (মৌদি-২) থেকে

৩) ঝুমা রায়, ৩ নং সংসদ (গোড়াশোল) থেকে

৪) অনিমা রায়, ৪ নং সংসদ (নাকাইজুড়ি-১) থেকে

৫) রেখা প্রামাণিক, ৫ নং সংসদ (নাকাইজুড়ি-২) থেকে

৬) সরলা সরেন ও শ্রীমতি আরতি মান্ডি, ৬ নং সংসদ (সারেশ) থেকে

৭) জ্যোৎস্না নন্দী, ৭ নং সংসদ (পতঙ্গপুর) থেকে

৮) পূজা বাউরি, ৮ নং সংসদ (চাঁদাবিলা) থেকে

AHEAD Initiatives

32/6 Gariahat Road (S), Kolkata: 700031, Tel: +91 33 4067 0369